তারিখ ... 12 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 2 ...

দৈনিক
আমাদের সময়

একই বিষয়ের শিক্ষক কেউ এমপিওভুক্ত, কেউ বঞ্চিত

বৈষম্য দূর করে সমতা আনুন

শিক্ষকতা একটি মহান পেশা হলেও বেতন কাঠামো ও অন্য সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে তারা নানা বৈষম্যের শিকার অনেক দিন থেকেই। বেতন কাঠামোতে টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড নিয়ে ইতিপূর্বে অনেক আন্দোলন হয়েছে। এবার শিক্ষা প্রশাসনের দ্বৈতনীতির কারণে বেসরকারি কলেজে এমপিও বঞ্চিত 'উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন' এবং 'ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা' বিষয়ের শিক্ষকরা, যার প্রভাব পড়বে শিক্ষাঙ্গনে।

'উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন' এবং 'ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা' বিষয়ে অবশ্য দুই-তিনজন শিক্ষক পেয়েছেন এমপিও সুবিধা। কিন্তু সব শর্ত পূরণ করেও এমপিও সুবিধা পাননি ২৭৩ শিক্ষক। তারা এমপিওভুক্তির দাবিতে ধরনা দিচ্ছেন শিক্ষা প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে। দাবি আদায়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, মানববন্ধন, সমাবেশ ও অনশন করেও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেননি তারা, যা খুবই হতাশাজনক। ২০১৩ সালের ১৫ মে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয় কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির জন্য উন্নয়নকৃত 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২'-এর নির্দেশনা অনুসারে বিষয় কাঠামোতে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের জন্য তৃতীয় বিষয় হিসেবে 'উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন' অথবা 'ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা' বিষয়টি আবশ্যিক করা হয়। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক পরিপত্রে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী, এমপিও নীতিমালা সংশোধন অনুসারে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকদের এমপিওর শর্তাবলির ২নং পরিচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে– বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক বা শিক্ষিকার এমপিও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকবে না। তারপরও তারা বঞ্চিত। অথচ সম্প্রতি সরকার ২০১১ সালের ১৩ নভেম্বরের আগে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকদের তথ্য নিচ্ছে। এখানেও কি তারা উপেক্ষিত থাকবে?

শিক্ষকরা তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শিগগির নতুন করে আন্দোলন কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামবেন। যার প্রভাব পড়বে শিক্ষাঙ্গনে। তাই শিক্ষাঙ্গনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আগেই সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল দ্রুত প্রশাসনিক জটিলতা দূর করে বঞ্চিত শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত করার যথাযথ উদ্যোগ নেবে– এমনটিই আমাদের প্রত্যাশা।